

আমি কিংবদন্তির কথা বলছি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

প্রশ্ন ১ “পরিচয়ে আমি বাঙালি, আমার আছে ইতিহাস গর্বের—
কখনোই ভয় করিনিকো আমি উদাত কোনো খড়্গের।
শত্রুর সাথে লড়াই করেছি, স্বপ্নের সাথে বাস;
অস্ত্রেও শান দিয়েছি যেমন শস্য করেছি চাষ;
একই হাসিমুখে বাজিয়েছি বাঁশি, গলায় পরেছি ফাঁস
আপস করিনি কখনোই আমি— এই হলো ইতিহাস।”

(টা. বো.; দি. বো.; সি. বো.; ব. বো. ১৮। প্রশ্ন নম্বর-৭)

- ক. ‘কিংবদন্তি’ শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. ‘তার পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল’— বুঝিয়ে লেখো। ২
- গ. উদ্দীপকের ইতিহাস প্রসঙ্গ এবং ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতায় ঐতিহ্যচেতনার সাদৃশ্য নির্দেশ করো। ৩
- ঘ. “উদ্দীপকে প্রতিফলিত সংগ্রামী চেতনা যেন ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতার ভাবসত্যের সংহতরূপ।”— এ অভিমত মূল্যায়ন করো। ৪

১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. ‘কিংবদন্তি’ শব্দের অর্থ— জনশ্রুতি।

খ. বাঙালি জাতির ওপর অত্যাচারের ইতিহাস ব্যক্ত করতে গিয়ে কবি প্রয়োক্ত উক্তিটি করেছেন।

‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতায় কবি আমাদের পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে বলেছেন। পরাধীনতার কারণে পূর্বপুরুষদের ওপর বারবার অমানুষিক অত্যাচার নেমে এসেছে। পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত বলতে পূর্বপুরুষদের পরাধীনতাকেই নির্দেশ করা হয়েছে। বিদেশি শত্রুরা আমাদের সাথে ক্রীতদাসের মতো আচরণ করত। আর তাই, পূর্বপুরুষদের ওপর তাদের অত্যাচারের মাত্রা বোঝাতেই আলোচ্য চরণটির অবতারণা করা হয়েছে।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বাঙালির হাজার বছরের বাঙালির ইতিহাস বর্ণনার সঙ্গে ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতায় বর্ণিত ঐতিহ্যের চেতনাগত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতাটি রচনার প্রেক্ষাপটে আছে বাঙালির জীবন-সংস্কৃতির চিরায়ত রূপ। এখানে আলোচিত হয়েছে বাঙালি জাতির সংগ্রাম, বিজয় ও মানবিক উদ্ধাসনের নানা দিক। বাঙালির পূর্বপুরুষের সাহসিকতার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা উপস্থাপিত হয়েছে কবিতাটিতে। এই ইতিহাস মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষদের ইতিহাস, যারা বাংলার অনার্য কৃষিজীবী সম্প্রদায়। উদ্দীপকের কবিতাংশেও অনুরূপ বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে।

উদ্দীপকে দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলা বাংলা ও বাঙালির গৌরবময় ইতিহাসের কথা ব্যক্ত হয়েছে। এখানে উঠে এসেছে অন্যায়ের কাছে বাঙালির হার না মানা মনোভাবের দিকটি। বাংলার মানুষ হৃদয়ে সোনালি স্বপ্নের বীজ বপনের পাশাপাশি শত্রুর সাথে লড়াই করেছে দ্বিধাহীন চিত্তে। বাঙালির প্রকৃত ইতিহাস হলো শত্রুর সাথে কখনোই আপস না করার ইতিহাস। ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতাতেও এই ইতিহাসের কথাই বর্ণিত হয়েছে, যার প্রবহমানতায় যুগে যুগে বিজয়ী হয়েছে বাঙালি। তাই বাঙালি জাতির ইতিহাসের পটভূমিতে উদ্দীপকের কবিতাংশ আলোচ্য কবিতার সঙ্গে চেতনাগত সাদৃশ্য রক্ষা করেছে।

ঘ. “উদ্দীপকে প্রতিফলিত সংগ্রামী চেতনা যেন ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতার ভাবসত্যের সংহতরূপ”— মন্তব্যটি যথার্থ।

‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতায় পরাধীনতার গ্লানি থেকে উত্তরণের জন্য বাঙালির দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস উঠে এসেছে। এ কবিতায় উচ্চারিত হয়েছে শেকড়সন্ধানী মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির ঘোষণা। কবি তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে আমাদের পূর্বপুরুষদের সাহসী ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা উপস্থাপন করেছেন।

উদ্দীপকে বাঙালির আবহমান কালের সমৃদ্ধি ও শৌর্য-বীর্যের কথা অঙ্কিত হয়েছে। ইতিহাস অনুসন্ধানের দেখা যায়, বাঙালি কৃষিকাজে সমৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি প্রস্তুত থেকেছে শত্রুকে মোকাবিলার জন্য। তাই মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় অস্তিত্বের প্রয়োজনে বাঙালি সহজেই হাতে তুলে নিতে পেরেছিল আগ্নেয়াস্ত্র। সেই অস্ত্রের আঘাতে শত্রুরা আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছিল এবং এভাবেই রচিত হয়েছিল বাঙালির নতুন ইতিহাস।

‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতায় বাঙালির বীরত্বের পরিচয় ফুটে উঠেছে। দীর্ঘ সংগ্রামের পথ পাড়ি দিয়ে আমরা ছিনিয়ে এনেছি আমাদের কাক্ষিত স্বাধীনতা। পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ আমাদের পূর্বপুরুষদের দীর্ঘদিন ধরে সহ্য করতে হয়েছে সীমাহীন দুর্ভোগ। কিন্তু মুক্তিসংগ্রামীদের অদম্য মানসিকতার ফলেই আমরা পেয়েছি মুক্তির আনন্দ। অপরদিকে, উদ্দীপকেও বাঙালির আপসহীন মানসিকতার পরিচয় ফুটে উঠেছে। বাঙালি যে অস্ত্র দিয়ে শস্য চাষ করেছে, সেই অস্ত্র দিয়েই দেশকে শত্রুমুক্ত করেছে। সুতরাং, উদ্দীপকে বাঙালির যে আপসহীন মনোভাবের দিকটি উঠে এসেছে আলোচ্য কবিতায় তা আরো সংহতরূপে প্রকাশ পেয়েছে। তাই প্রয়োক্ত মন্তব্যটিকে যথার্থ বলা যায়।

প্রশ্ন ২ খ্যাতিমান সমাজবিজ্ঞানী ড. সামাদ তরুণ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘হাল্গান হাজার বর্গমাইলের এ বাংলাদেশের ইতিহাস শোষণ আর বঞ্ছনার। কৃষিই ছিল আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রধান অবলম্বন। আর ছিল মৃৎশিল্প ও তাঁতশিল্প। আমাদের পূর্বপুরুষদের বা তাঁদের পেশার প্রতি অগ্রন্থা দেখিয়ে জাতি হিসেবে আমরা উন্নতি করতে পারব না। বিদেশি শোষকদের নির্মম অত্যাচার সহ্য করে তাঁরা আমাদের জন্য স্বাধীনতার ভিত তৈরি করে গেছেন। আর তাঁদের এই আত্মত্যাগই আজ আমাদের শিল্প-সাহিত্যের মৌলিক প্রেরণা।’

(সি. বো. ১৭। প্রশ্ন নম্বর-৭)

- ক. জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ কী? ১
- খ. ‘তার পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল’— ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের বিদেশি শোষকের অত্যাচার ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতার কোন প্রসঙ্গকে মনে করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. “উদ্দীপকের ড. সামাদ এবং ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতার কবি চৈতন্যগত দিক থেকে অভিন্ন”— মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ কবিতা।

খ. সৃজনশীল প্রশ্নের ১(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

৭. উদ্দীপকের বিদেশি শোষকদের অত্যাচার 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় আমাদের পূর্বপুরুষদের ওপর শাসকগোষ্ঠীর নির্যাতনের কথা মনে করিয়ে দেয়।

আলোচ্য কবিতায় কবি তাঁর পূর্বপুরুষদের ওপর শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারের মাত্রা বোঝাতে পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষতের কথা বলেছেন। পূর্বপুরুষদের ক্রীতদাস হয়ে থাকার পেছনে পরাধীনতাকেই দায়ী করেছেন তিনি। কেননা, শাসকশ্রেণি তাঁদের সঙ্গে ক্রীতদাসের মতো আচরণ করত। উদ্দীপকের বিদেশি শোষকদের অত্যাচারের বর্ণনাতেও এ দিকটির আভাস পাওয়া যায়। উদ্দীপকের খ্যাতিমান সমাজবিজ্ঞানী ড. সামাদ তাঁর আলোচনায় বিদেশি শোষকের অত্যাচারের কথা বলেছেন। তাঁর কথায় 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় বর্ণিত পূর্বপুরুষদের ওপর জমিদারশ্রেণির অত্যাচার ও তাঁদের পিঠের গভীর ক্ষতের কথা মনে করিয়ে দেয়। সে সময় জমিদাররা আমাদের পূর্বপুরুষদের শ্রমের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত করত। তারা নানাভাবে আমাদের পূর্বপুরুষদের শোষণ করত। উৎপাদিত ফসল কিংবা শ্রমের ন্যায্য মূল্য তো দিতই না, বরং খাজনা আদায়ের নামে চাবুকপেটা করে তাঁদের শরীরে নির্মম ক্ষতের সৃষ্টি করত। আলোচ্য কবিতার এ দিকগুলোই উদ্দীপকের সমাজবিজ্ঞানীর কথায় উঠে এসেছে।

৮. "উদ্দীপকের ড. সামাদ এবং 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার কবি চৈতন্যগত দিক থেকে অভিন্ন"— মন্তব্যটির সাথে আমি হিমত পোষণ করি।

'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় কবি তাঁর পূর্বপুরুষদের বন্দিজীবন কাটানোর কথা বলেছেন। তাঁদের পিঠে রক্তজবার মতো গভীর ক্ষতের কথা উল্লেখ করেছেন। এর পাশাপাশি তিনি শেকড়সন্ধানী মানুষের সার্বিক মুক্তির দৃষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন। কবি আমাদের পূর্বপুরুষদের সাহসী, সংগ্রামী ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথাও বলেছেন। তাঁর মতে, আমাদের ঐতিহ্য হলো কৃষিজীবী, শ্রমিকসহ সাধারণ মানুষের লড়াই করে টিকে থাকার ইতিহাস। তাঁদের ওপর বর্বর নির্যাতনের ইতিহাসকেও বহন করে চলেছি আমরা।

উদ্দীপকের সমাজবিজ্ঞানী ড. সামাদ আমাদের পূর্বপুরুষদের পেশার কথা উল্লেখ করেছেন, তাঁদের ওপর বিদেশি শোষকদের অত্যাচারের কথা বলেছেন। তিনি তাঁদের তাঁদের ত্যাগ-তিতিফার কথাও বলেছেন। কিন্তু পূর্বপুরুষদের বুখে দাঁড়ানোর কথা বলেননি। তাঁদের লড়াই-সংগ্রামের কথা, দুর্গম বাধা ভিড়ানোর কথা বলেননি। 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় কবি যেমন তাঁর পূর্বপুরুষদের গৌরবময় জীবনের ঐতিহ্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন, তেমনি ঐক্যবন্ধ সংগ্রাম ও ভালোবাসার কথাও বলেছেন।

উদ্দীপকে ড. সামাদ পূর্বপুরুষদের ওপর শত্রুর নির্যাতনের কথা উল্লেখ করে তাঁদের ত্যাগের স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি তাঁর শত্রু বা শোষকের পরিচয় 'বিদেশি' বলে উল্লেখ করলেও কবি তা নির্দিষ্ট করেননি। তাই "উদ্দীপকের ড. সামাদ এবং 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার কবি চৈতন্যগত দিক থেকে অভিন্ন"— মন্তব্যটির সাথে আমি হিমত পোষণ করে বলছি, উক্তিটি পুরোপুরি সত্য নয়।

প্রশ্ন ১৩. হে আমার দেশ, বন্যার মতো

সমস্ত অভিজ্ঞতার পলিমাটিকে গড়িয়ে এনে একটি চেতনাকে
উর্বর করেছি;

এখানে আমাদের মৃত্যু ও জীবনের সন্ধি,
সমুদ্র সৈকতে দুঃসাহসী নাবিকের করোটির ভেতর যেমন
দূরদিগন্তের হাওয়া হাফাকার করে

তেমনি এখানে রয়েছে একটি কোমল নারীর আশাহত হৃদয়
এখানে রয়েছে মা আর পিতা,

ভাই আর বোন, স্বজন বিধুর পরিজন

আর তুমি আমি, দেশ আমার। // দি. বো. ১৬। প্রশ্ন নম্বর-৬।

দি মিলেনিয়াম স্টারস স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর। প্রশ্ন নম্বর-৭।

ক. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত? ১

খ. 'তাঁর পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল'— কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উদ্ধৃত 'পলিমাটি' এবং কবিতায় উদ্ধৃত 'পলিমাটির সৌরভ' একই অর্থ বহন করে কিনা আলোচনা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকটিতে 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার মতোই বাঙালি সংস্কৃতির হাজার বছরের ইতিহাস বিধৃত হয়েছে।"—
তোমার মতামত দাও। ৪

৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতাটি গদ্যছন্দে রচিত।

খ. সৃজনশীল প্রশ্নের ১(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ. মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষের ইতিহাস বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্দীপকের 'পলিমাটি' এবং কবিতায় উদ্ধৃত 'পলিমাটির সৌরভ' একই অর্থ বহন করে।

'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার প্রেক্ষাপটে রয়েছে বাঙালি সংস্কৃতির হাজার বছরের ইতিহাস। কবি তাঁর পূর্বপুরুষদের সাহসী ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে বক্তব্যকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। কবির বর্ণিত এ ইতিহাস মূলত মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষের ইতিহাস; বাংলার কৃষিজীবী অনার্য ভূমিদাসদের লড়াই করে বেঁচে থাকার ইতিহাস। এ কবিতায় উদ্ধৃত 'পলিমাটির সৌরভ' কৃষিজীবী মানুষের জীবনসংগ্রামের ঐতিহ্যকে নির্দেশ করে।

উদ্দীপকে বাঙালি সংস্কৃতির হাজার বছরের ইতিহাস বিধৃত হয়েছে। এখানে যে চেতনার কথা বলা হয়েছে তা বাঙালির জাতীয়তাবাদের চেতনা। আর এই চেতনা নানা ঘটনা-পরম্পরার মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে হাজার বছর ধরে। এখানে পলিমাটির অভিজ্ঞতা বলতে এদেশে কৃষিজীবী মানুষের জীবন-সংগ্রামের ঐতিহ্যকে নির্দেশ করা হয়েছে। এদিক থেকে উদ্দীপকে উদ্ধৃত 'পলিমাটি' এবং কবিতায় উদ্ধৃত 'পলিমাটির সৌরভ' একই অর্থ বহন করে।

ঘ. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় বাঙালি সংস্কৃতির হাজার বছরের ইতিহাস বিধৃত হয়েছে, যা উদ্দীপকেও নির্দেশ করা হয়েছে।

আলোচ্য কবিতায় স্থান পেয়েছে বাঙালি সংস্কৃতির হাজার বছরের ইতিহাস এবং বাঙালি জাতির সংগ্রামের অনিন্দ্য অনুভবসমূহ। কবি তাঁর পূর্বপুরুষদের সাহসী ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে তাঁর বক্তব্যকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

উদ্দীপকের কবিতায় সমস্ত পলিমাটির অভিজ্ঞতাকে গড়িয়ে এনে যে চেতনাকে উর্বর করার কথা বলা হয়েছে তা বাঙালি জাতির দীর্ঘদিনের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের চেতনাকে নির্দেশ করে। মা-বাবা, ভাই-বোন, স্বজন-পরিজন নিয়ে যে চিরায়ত বাঙালি সমাজ, সে সমাজের কথাই কবি এখানে বলেছেন। কবির মতে, দেশের সাথে সাধারণ মানুষের আত্মিক বন্ধন রচনার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে আমাদের হাজার বছরের সংস্কৃতি।

'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' এবং আলোচ্য উদ্দীপক উভয়ক্ষেত্রেই বাঙালির ইতিহাস ও সংস্কৃতির কথা বর্ণিত হয়েছে। পাঠ্য কবিতাটিতে উচ্চারিত হয়েছে ঐতিহ্যসচেতন ও শেকড়সন্ধানী মানুষের সর্বাঙ্গীন মুক্তির দৃষ্ট ঘোষণা। প্রকৃতপক্ষে, এর প্রেক্ষাপটে রয়েছে হাজার বছরের ইতিহাস। পাশাপাশি উঠে এসেছে এ জাতির সংগ্রাম, বিজয় ও মানবিক উদ্ভাসনের নানা চিত্র। উদ্দীপকেও রয়েছে একই ধরনের বক্তব্য। সেদিক বিবেচনায় বলা যায়, উদ্দীপকটিতে 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার মতোই বাঙালি সংস্কৃতির হাজার বছরের ইতিহাস বিধৃত হয়েছে।

প্রশ্ন ৮ এসেছি বাঙালি রাষ্ট্রভাষার লাল রাজপথ থেকে।

এসেছি বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর থেকে।

আমি যে এসেছি জয়বাংলার বঙ্ককণ্ঠ থেকে।

আমি যে এসেছি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ থেকে।

এসেছি আমার পেছনে হাজার চরণচিহ্ন ফেলে।

শুধাও আমাকে এতদূর তুমি কোন প্রেরণায় এলে?

[বিজয়পুর ক্যাডেট কলেজ, টাঙ্গাইল। প্রশ্ন নম্বর-৬]

ক. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় কোন বিষয়টি বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে? ১

খ. 'সশস্ত্র সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান কবিতা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকের প্রথম দুই চরণে 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় প্রতিফলিত দিকটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকটিতে 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার মূল ভাবকে ধারণ করেছে কি —তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে ঐতিহ্যসচেতন শিকড়সম্পন্ন মানুষের সর্বাঙ্গীন মুক্তির দৃষ্ট ঘোষণা।

খ 'সশস্ত্র সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান কবিতা' বলতে মুক্তির লক্ষ্যে সশস্ত্র অভ্যুত্থানকে সুন্দর হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

মুক্তির জন্যে চাই যুদ্ধ। চাই সশস্ত্র অভ্যুত্থান। যুদ্ধ মানুষের জীবনে মৃত্যু আর হত্যা নিয়ে আসে, আবার নিয়ে আসে স্বাধীনতার সৌন্দর্য, মুক্তির আনন্দ। জাতীয় জীবনে স্বাধীনতা সর্বাঙ্গে প্রয়োজন। তাই কবির মতে, সশস্ত্র অভ্যুত্থান সুন্দর দৃশ্য, যা কবিতার মতোই প্রাণসঞ্চারী ও শৈল্পিক। আলোচ্য লাইন দ্বারা এটাই বোঝানো হয়েছে।

গ উদ্দীপকের প্রথম দুই চরণে 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার বাঙালি জাতির সংগ্রামের চিত্রটি প্রতিফলিত হয়েছে।

'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় পরাধীনতার গ্লানি থেকে উত্তরণের জন্য বাঙালির দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। বাঙালি জাতির সংগ্রামের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। এই জাতির সংগ্রাম, বিজয়, ও মানবিক উত্থানের দিক কবি বিশদভাবে বর্ণনা করেছে।

উদ্দীপকে বাঙালির সংগ্রামী চেতনার বিষয়টির বৃপায়ন ঘটেছে। আমাদের পূর্বপুরুষদের রয়েছে বীরত্বের ঐতিহ্য। বাঙালি রাষ্ট্রভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন। বাঙালি রাষ্ট্রভাষা ও স্বাধীনতা সংগ্রাম করে অর্জন করেছে। উদ্দীপকের প্রথম দুই চরণে বাঙালি জাতির সংগ্রামী চেতনার বিষয়টি ফুটে উঠেছে যা 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায়ও বর্ণিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার মূলভাবকে সমগ্রভাবে তুলে ধরে না বরং একটি বিশেষভাবেই উপস্থাপন করে।

'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার ঐতিহ্যসচেতন মানুষের পরাধীনতা থেকে মুক্তির আকঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। কবি আমাদের পূর্বপুরুষদের সাহসী ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা উচ্চারণ করেছেন। পূর্বপুরুষদের ইতিহাসের বর্ণনার পাশাপাশি কবি বাঙালি ঐতিহ্যকেও তুলে ধরতে চেয়েছেন।

উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে বাঙালি জাতির সংগ্রামী চেতনা। আমরা যে বীরের জাতি তা আমাদের সংগ্রামের ইতিহাস দেখেই বোঝা যায়। বাঙালি ভাষা ও স্বাধীনতার জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছে। আর এ সংগ্রামগুলোই বাঙালি জাতির প্রেরণার উৎস।

'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় কবি তার পূর্বপুরুষদের গৌরবান্বিত সংগ্রামের ইতিহাস উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে বাঙালি ঐতিহ্যকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এখানে কবি বাংলার কৃষিজীবী অনার্য বাঙালি জাতির ক্রীতদাসের মতো টিকে থাকার ইতিহাসও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু উদ্দীপকে কেবল বাঙালির সংগ্রামী চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের চিত্র উঠে এসেছে উদ্দীপকে। কিন্তু কবিতায় আরও অনেক বিষয় ঠাই পেয়েছে। উদ্দীপকে শুধুমাত্র বাঙালির পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রামের বিষয়টি ফুটে উঠেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি কবিতার মূল ভাবকে ধারণ করলেও এখানে সমগ্র বিষয়টি ফুটে উঠেনি।

প্রশ্ন ৯ মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি

মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি

মোরা নতুন একটি কবিতা লিখতে যুদ্ধ করি।

মোরা নতুন একটি গানের জন্য যুদ্ধ করি।

[রংপুর ক্যাডেট কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৭]

ক. কীসের অনিবার্য অভ্যুত্থান কবিতা? ১

খ. 'ভালোবাসা দিলে মা মরে যায়'— বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. 'উনুনের আগুনে আলোকিত একটি উজ্জ্বল জানালা' কথা বলছি'র সাথে উদ্দীপকের চেতনা নির্দেশ করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রেক্ষাপট 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার সাথে কতটুকু সাদৃশ্যপূর্ণ তা পর্যালোচনা করো। ৪

৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক সশস্ত্র সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান কবিতা।

খ দেশমাতৃকার প্রতি কবির ভালোবাসার দিকটি কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে।

দেশাত্মবোধে উজ্জীবিত হলে দেশপ্রেমিকের চেতনায় দেশই মাতৃরূপে ফিরে আসে। আর চেতনায় দেশমাতাকে ধারণ করলে জন্মদাত্রী মায়ের আবেদন তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। প্রশ্লোক্ত উক্তিটি দ্বারা কবি এ কথাটিই বোঝাতে চেয়েছেন।

গ 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে ঐতিহ্য সচেতন শিকড় সম্পন্ন মানুষের সর্বাঙ্গীন মুক্তির দৃষ্ট ঘোষণা। 'উনুনের আগুনে আলোকিত একটি উজ্জ্বল জানালা' কথাটার মধ্য দিয়ে উঠে আসা মুক্ত জীবনের প্রত্যাশার সঙ্গে উদ্দীপকের চেতনার ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। কেননা মুক্তির প্রত্যাশা মানুষের চিরন্তন। পরাধীনতার সকল গ্লানি মুছে ফেলে মানুষ মুক্ত জীবনের স্বাদ গ্রহণ করতে চায় যা প্রশ্লোক্ত কবিতার চরণে উঠে এসেছে। আলোচ্য উদ্দীপকে এরই অনুরণন লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকের চরণগুলোতে মুক্তির প্রত্যাশায় যুদ্ধের আহ্বান করা হয়েছে। সেখানে নানা অনুশঙ্গের ব্যবহারে কবির এ প্রত্যাশার দিকটি মহিমাম্বিত হয়ে উঠেছে। সবশেষে কবি শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে যুদ্ধের আহ্বান করেছেন, যা কবির ব্যাকুলতার প্রকাশ। 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায়ও এ বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট। সেখানে আগুনের উত্তাপে পরিশুদ্ধ হয়ে সকল গ্লানি মুছে ফেলতে চেয়েছেন কবি। উজ্জ্বল জানালায় অনুশঙ্গ ব্যবহারে কবির মুক্ত জীবনের প্রত্যাশাই ব্যক্ত হয়েছে এখানে। এদিক থেকে উদ্দীপকের সঙ্গে প্রশ্লোক্ত চরণে উঠে আসা কবির প্রত্যাশা সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ উক্ত ঐক্যের অর্থাৎ মুক্তি কামনার প্রেক্ষাপট উপস্থাপনে কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় অসাধারণ সাফল্য দেখিয়েছেন।

একটি শিল্পসফল কবিতার নির্মাণের অন্যতম শর্ত তার প্রেক্ষাপট, আজিক নির্মাণ এবং উপস্থাপন কৌশল। এসব দিক বিবেচনায় 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার প্রেক্ষাপট নির্মাণে কবি অনন্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। উদ্দীপকের ঐক্যের বিষয়টিও কবি 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় নানান উপমার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন।

উদ্দীপকে নানা দিক বিবেচনায় কবি যুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছেন। সেখানে কবির সকল চাওয়ার সমন্বয়ে মুক্তি কামনার দিকটিই মুখ্য হয়ে উঠেছে। এখানে কবি ভাবের বিস্তার, অনুঘটকের ব্যবহার এবং ধারাবাহিক নান্দনিক উপস্থাপনার মাধ্যমে কবিতাংশটুকুতে তাঁর চাওয়াকে শিল্পরূপ দিয়েছেন।

'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় কবি মুক্ত জীবনের প্রত্যাশার প্রেক্ষাপট হিসেবে তুলে ধরেছেন বাঙালি সংস্কৃতির হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে। সেখানে জাতির সংগ্রাম, বিজয় ও মানবিক উদ্ভাসনের অনিন্দ্য অনুঘটকগুলো মূর্ত হয়ে উঠেছে। কবি তাঁর একান্ত মুক্তির প্রত্যাশাকে পূর্বপুরুষের ইতিহাসের কথা উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছেন যা সংগত কারণেই হৃদয়স্পর্শী হয়ে উঠেছে। আলোচ্য উদ্দীপকে কবিতাংশের প্রেক্ষাপট উপস্থাপনায়ও কবি এমন দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন; এক্ষেত্রে প্রয়োগ উক্তিটি যথাযথ।

প্রশ্ন ৬ দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষুদ্র একটি ব-দ্বীপ বাংলাদেশ। এই ভূ-ভাগকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বাঙালি জাতি। এই জাতির পূর্ব পুরুষরা ভারতভূমি ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে উঠে আসলেও একদিন তারা এর সবুজ প্রকৃতির মধ্যে মিশে গেছে। হয়ে উঠেছে বাঙালি জাতির আদি পুরুষ। শ্রম-ঘাম আর সাধনায় জীবনকে করে তুলেছে বর্ণিল, সমৃদ্ধ এবং ভিতরে ভিতরে তাদেরকে গড়ে তুলেছে কবি, শিল্পী, দার্শনিক।

(বরিশাল ক্যাডেট কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৭)

- ক. পূর্বপুরুষের পীঠ রক্তজবার মতো ক্ষত কেন? ১
- খ. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার আলোকে বাঙালির বেদনাসমূহ উল্লেখ করো। ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়— 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার সাথে কী সাদৃশ্য বহন করে? তার উল্লেখ করো। ৩
- ঘ. "ভিতরে ভিতরে তাদেরকে গড়ে তুলেছে কবি, শিল্পী, দার্শনিক।"— উদ্ভূতিটি 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. পূর্বপুরুষের পীঠে অত্যাচারের আঘাত এখনও তাজা রয়েছে বলে তাদের পীঠে রক্তজবার মতো ক্ষত।

খ. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় বাঙালির সংগ্রামের বেদনাবহুল চিত্র বর্ণিত হয়েছে।

আলোচ্য কবিতায় কবি আমাদের পূর্বপুরুষের সম্পর্কে বলেছেন, পরাধীনতার কারণে তাদের ওপর বার বার অমানুষিক অত্যাচার নেমে এসেছে। বিদেশী শত্রুরা তাদের সাথে ক্রীতদাসের মতো আচরণ করত। বাঙালি জাতির ওপর পরিচালিত অত্যাচারের বেদনা ফুটে উঠেছে 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায়।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়ের সাথে 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের চেতনাগত সাদৃশ্য রয়েছে।

'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় বাঙালির জীবন-সংস্কৃতির চিরায়ত রূপ বর্ণিত হয়েছে। এখানে আলোচিত হয়েছে বাঙালি জাতির সংগ্রাম, বিজয় ও মানবিক উদ্ভাসনের নানা দিক। বাঙালির পূর্বপুরুষের সাহসিকতার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা চিত্রায়িত হয়েছে কবিতাটিতে। এই ইতিহাস বাংলার অনার্য কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের ইতিহাস। এ সম্প্রদায়ের বসবাস মাটির কাছাকাছি।

উদ্দীপকে দীর্ঘ পথ-পরিভ্রমার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলা বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস ব্যক্ত হয়েছে। এখানে উঠে এসেছে বাঙালি জাতির অক্লান্ত পরিশ্রম ও সংগ্রামের ইতিহাস। সংগ্রামের পাশাপাশি তারা হৃদয়ে সোনালি স্বপ্নের বীজ বপন করেছে। শ্রম-ঘামের জীবনকে তারা করে তুলেছে বর্ণিল। আলোচ্য কবিতায়ও অনুরূপ বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাই বাঙালি জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্যগত চেতনার দিক থেকে উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতার মধ্যে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

ঘ. উদ্দীপক ও 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় উভয়ক্ষেত্রে বহুমুখী ব্যক্তনায় সর্বাঙ্গীন মুক্তির চেতনা ফুটে উঠেছে।

'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার ঐতিহ্য সচেতন শেকড়সম্পন্ন মানুষের সর্বাঙ্গীন মুক্তির দৃষ্ট ঘোষণা উচ্চারিত হয়েছে। বাঙালি জাতির সংগ্রাম, বিজয় ও মানবিক উদ্ভাসনের অনিন্দ্য অনুঘটকসমূহ এ রচনার প্রেক্ষাপট আর কবির একান্ত প্রত্যাশিত মুক্তির প্রতীক হয়ে উপস্থাপিত হয়েছে 'কবিতা' শব্দবন্ধটির মাধ্যমে।

উদ্দীপকে বাঙালি জাতির সমাজ নির্মাণের লক্ষ্যে তাদের সংগ্রামী পথচলার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ নামে ক্ষুদ্র একটি দেশে বাঙালি জাতি বসবাস করে। কিন্তু এ বাঙালি জাতি তাদের শ্রম আর ঘামের বিনিময়ে জীবনকে সার্থক ও সমৃদ্ধ করে তুলেছে। জীবন সংগ্রামের পাশাপাশি তারা শিল্প সংস্কৃতির চর্চাও চালিয়ে যায় এবং কবি, শিল্পী, দার্শনিক হিসেবে গড়ে ওঠে।

উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতা বিশ্লেষণে দেখা যায়, উভয়স্থানেই জীবন সংগ্রামের কাহিনী বিধৃত হয়েছে। আর সে সংগ্রাম মানুষের জীবনের সর্বস্তরের প্রতিবন্ধকতাকে দূর করার জন্য। আর সংগ্রাম করে প্রত্যাশিত মুক্তির প্রতীক হচ্ছে কবিতা। 'কবিতা' ও সত্যের অনুসন্ধানকে একই সূত্রে বাঁধা হয়েছে আলোচ্য কবিতায়। উদ্দীপকেও সংগ্রাম ও জীবনের সার্থকতার পাশাপাশি কবি, শিল্পী, দার্শনিকতাকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মানুষ টিকে থাকার সংগ্রামের পাশাপাশি সাহিত্য, সংস্কৃতি দর্শনের মাধ্যমে নিজের জীবনকে সমৃদ্ধ ও বর্ণিল করার চেষ্টা চালায়। এ বিষয়টি উদ্দীপক ও কবিতায় বর্ণনা করায় আলোচ্য উদ্ভূতিটি যথাযথ হয়েছে।

প্রশ্ন ৭ এসো যৌবন প্রযুক্তির পথে

প্রগতির হাত ধরে এ বাংলায়।
তোমার দীপ্ত বরাভয়ে
আন্দোলিত হোক প্রাচীন প্রথা।
এসো যৌবন উল্কার বেগে
অন্যায়-অবিচার-মিথ্যার
বিবৃদ্ধে সোচ্চার হোক
তোমাদের বিদ্রোহী কণ্ঠস্বর।
এসো যৌবন বাংলার মাটিতে
অজর-অমর-অক্ষয় ভীত
চেতনাদীপ্ত আগামীর পথ
আলোকিত হোক দৃঢ় শপথ।

(ডিকারুননিশা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নম্বর-৪)

- ক. 'অভ্যুত্থান' শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. 'সে সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধরে রাখতে পারে না' লাইনটি ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার আলোকে কীভাবে অগ্রগামী? আলোচনা করো। ৩
- ঘ. "আন্দোলনে সংগ্রামে জাগ্রত স্বদেশ"— এ কিংবদন্তির বন্দনায় কবির সপক্ষে তোমার যুক্তি ব্যক্ত করো। ৪

৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'অভ্যুত্থান' শব্দের অর্থ নতুনভাবে জেগে ওঠা।

খ. 'সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধরে রাখা' বলতে কবি হৃদয়ে কবিতা ধারণকে বুঝিয়েছেন।

সূর্য সকল শক্তির উৎস। তাই এই সর্বশক্তির আধারকে হৃদয়ে ধারণ করতে পারলে মুক্তি অনিবার্য। কবির মতে, এই সামর্থ্য অর্জনের একমাত্র উপায় হলো 'কবিতা' শোনা, কবিতাকে আত্মস্থ করা। কেননা, কবির কাছে শুধু কবিতাই সত্য, আর সত্যই শক্তি।

গ। ঐতিহ্যসচেতন শিকড়সম্পন্ন মানুষের সর্বাঙ্গীন মুক্তির দৃষ্ট ঘোষণার মাধ্যমে উদ্দীপকের বিষয়বস্তু উক্ত কবিতার অগ্রগামী।

‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতায় কবি তার পূর্বপুরুষের সাহসী ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা উপস্থাপন করেছেন। কবি এ ও জানেন মুক্তির পূর্বশর্ত যুদ্ধ। আর সেই যুদ্ধের মাধ্যমেই অর্জিত হয় সুন্দর আগামী। উদ্দীপকে ‘যৌবন’ কে আশ্রয় করা হয়েছে এই বাংলায়। যার জোরে অন্যায়-অবিচার-মিথ্যা সব ধ্বংস হয়ে চেতনাদীপ্ত আগামীর পথ তৈরি হবে। কবিতায় ‘যৌবন’ রূপকের আড়ালে তেজদীপ্ত জনতার কথা বলা হয়েছে। প্রাচীন প্রথা, শোষণের বেড়া জাল ভেঙে সামনে অগ্রসর হওয়ার শপথ গ্রহণের আশ্রয় জানানো হয়েছে উদ্দীপকে। উদ্দীপক ও কবিতা উভয়ক্ষেত্রে, মূর্ত হয়ে ওঠেছে সর্বাঙ্গীন মুক্তির আশ্রয়। কবিতায় ‘কবিতা’ শব্দটি দিয়ে কবি একান্ত প্রত্যাশিত মুক্তির প্রতীককে তুলে ধরেছেন। উদ্দীপকে ‘যৌবন’ শব্দটি এরকম নানাভাবেই মূর্ত করে তুলেছেন। উদ্দীপকের বিষয়বস্তু উক্ত কবিতার আলোকে এভাবেই অগ্রগামী।

ঘ। আন্দোলন ও সংগ্রামে দেশের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ কবির দেশপ্রেমের পরিচায়ক।

উক্ত কবিতাটি রচনার প্রেক্ষাপটে আছে বাঙালি সংস্কৃতির হাজার বছরের ইতিহাস, জাতির সংগ্রাম ও বিজয়ের কথা। কবির একান্ত প্রত্যাশা মুক্তির প্রতীক হয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। ‘কবিতা’ একটি বিশেষ শব্দবন্ধ। এখানে ‘কিংবদন্তি’ শব্দবন্ধটি ঐতিহ্যের প্রতীক। আমাদের ঐতিহ্য হলো আন্দোলনে-সংগ্রামে জনতার অংশগ্রহণ।

উদ্দীপকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠের আশ্রয় করা হয়েছে। আশ্রয় করা হয়েছে বাংলার মাটিতে উপস্থিত সব অন্যায়ের নাশ করার। ‘যৌবন’ প্রতীকের আড়ালে এমন তেজদীপ্ত সংগ্রামী চেতনায় উদ্ভাসিত জনসমাজকে ইজিত করা হয়েছে। তাদের চেতনাদীপ্ত আগামীর পথ যেন দৃঢ় শপথে আলোকিত হয়, এমন আশাই কবি ব্যক্ত করেছেন।

বাংলার ইতিহাস সংগ্রামের ইতিহাস, আন্দোলনের ইতিহাস। কবিতা ও উদ্দীপকের পঙ্ক্তিমাল্য এ সত্যকেই প্রকাশ করে। আমার ঐতিহ্য বলে আমরা কোনো অন্যায়-অবিচার মাথা নিচু করে সহ্য করি না। তাই কবির ভাষ্য এক্ষেত্রে সঠিক ও সত্য। তাই বলা যায়, ‘আন্দোলনে সংগ্রামে জাগ্রত স্বদেশ’— কবি যেভাবে এখানে কিংবদন্তির বন্দনা করেছেন তা নিঃসন্দেহে যৌক্তিক ও ঐতিহাসিকভাবেই তা সত্য।

প্রশ্ন ৮। হাজার বছর পরে আবার এসেছি ফিরে

বাংলার বুকে আছি দাঁড়িয়ে,
এনেছি দু’দিক থেকে বুকভরা ভালোবাসা
আবার দু’হাত যেন বাড়িয়ে।
দেখেছি আকাশ নীল সাদা সাদা মেঘ
শিউলি গন্ধে দোলা হাওয়া আবেগ,
পুরনো দিনের চেনা সেই বন ছায়াপথ
লুকোচুরি খেলা খেলে হারিয়ে।

[নটরডেম কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নম্বর-৬/]

- ক. ইম্পাতের তরবারী কাকে সশস্ত্র করবে? ১
খ. ‘সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধরে রাখা’— বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকের প্রেক্ষাপটের সাথে ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতাটির সম্পর্ক কী— ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপক ও ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতা উভয়ই দেশপ্রেমের এক অনবদ্য প্রকাশ— বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. ‘ইম্পাতের তরবারী’ তাকে সশস্ত্র করবে যে লৌহখণ্ডকে প্রজ্জ্বলিত করে।

খ. ‘সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধরে রাখা’ বলতে কবি হৃদয়ে কবিতা ধারণকে বুঝিয়েছেন।

সূর্য সকল শক্তির উৎস। তাই এই সর্বশক্তির আধারকে হৃদয়ে ধারণ করতে পারলে মুক্তি অনিবার্য। কবির মতে, এই সামর্থ্য অর্জনের একমাত্র উপায় হলো কবিতা শোনা, কবিতাকে আত্মস্থ করা। কেননা, কবির কাছে শুধু কবিতাই সত্য, আর সত্যই শক্তি।

গ। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নানা অনুষ্ণেয় সঞ্চে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনের দিক দিয়ে উদ্দীপক ও ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতার নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে।

‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতাটি রচনার প্রেক্ষাপটে আছে বাঙালি সংস্কৃতির চিরায়ত ধারা, বাঙালি জাতির সংগ্রামে বিজয় ও মানবিক উদ্ভাসনের অনুষ্ণেয়। বাঙালির পূর্বপুরুষের সাহসিকতার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও মাটির কাছাকাছি কৃষিজীবী মানুষের সঞ্চে কবির আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এমন আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনের দিকটি উদ্দীপকেও উদ্ভাসিত হয়েছে।

উদ্দীপকের কবি হাজার বছর ধরে হাজার বছরের বাঙালির ঐতিহ্যপূর্ণ ভালোবাসা নিয়ে বাংলার বুকে এসে দাঁড়িয়েছেন। নীল আকাশে সাদা সাদা মেঘ, শিউলির গন্ধ ভরা হাওয়া, পুরনো দিনের চেনা সেই ছায়াপথে কবি নিজেকে একান্ত করে তুলেছেন। বাংলার সংস্কৃতি ও প্রকৃতির প্রতি এমন আত্মিক একান্ততার সুর উচ্চকিত হয়েছে ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতায়ও। ইতিহাসের প্রবহমানতায় যুগে যুগে জয়ী হয়েছে বাঙালির সংস্কৃতি ও সংগ্রাম। সেই হাজার বছরের সংস্কৃতিক ও সংগ্রামী ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করার প্রেক্ষিতে উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতা সমচেতনার ধারক।

ঘ। উদ্দীপকে ও ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতায় হাজার বছরের বাংলার প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্মৃতিচারণ করা হয়েছে। যার মধ্য দিয়ে স্বদেশ ও স্বদেশ প্রকৃতির প্রতি এক অনবদ্য প্রেম প্রকাশ পেয়েছে।

‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতায় বাঙালি সংস্কৃতির হাজার বছরের ইতিহাস বিধৃত হয়েছে। কবি তার পূর্বপুরুষদের সাহসী ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস উপস্থাপনের মধ্যদিয়ে স্বদেশের প্রতি গভীর আস্থা ও ভালোবাসার মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। উদ্দীপকেও কবি স্বদেশের হাজার বছরের ঐতিহ্য বুকে ধারণ করে স্বদেশের বুকেই সাহস নিয়ে দাঁড়িয়েছেন। কবি তার বুকভরা ভালোবাসা উজাড় করে দিয়েছেন স্বদেশের জন্য।

উদ্দীপকের কবি স্বদেশের ঐতিহ্য ও স্বদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে গভীরভাবে ভালোবাসেন। তিনি দুচোখ মেলে নীল আকাশে সাদা সাদা মেঘের ভেলা দেখেন। শিউলির গন্ধভরা হাওয়ায় কবি আবেগায়িত হন। পুরনো দিনের চেনা সেই বুনো ছায়াপথে লুকোচুরি খেলতে খেলতে হারিয়ে যেতে কবি ভালোবাসেন। এমনভাবে স্বদেশপ্রকৃতি ও স্বদেশের পুরনো ঐতিহ্যে সুস্থিত হতে চেয়েছেন ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতার কবিও।

‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতায় কবি স্বজাতির সংগ্রাম, বিজয় ও মানবিক উদ্ভাসনের নানা চিত্র এঁকেছেন। এতে ঐতিহ্য সচেতন ও শেকড়সম্পন্ন মানুষের সর্বাঙ্গীন মুক্তির দৃষ্ট ঘোষণা উচ্চারিত হয়েছে। এমন শেকড়সম্পন্ন চেতনা উদ্দীপকের কবিতায়ও প্রকাশ পেয়েছে। যা প্রকৃত অর্থে দেশপ্রেমের সুরকেই উচ্চকিত করে। তাই সার্বিক দিক বিবেচনায় উদ্দীপক ও ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতা উভয়ই হাজার বছরের ঐতিহ্য লালনের ধারায় দেশপ্রেমের এক অনবদ্য প্রকাশ। মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ৯ হাত রাখো বৈঠায় লাঙলে, দেখো

আমার হাতের স্পর্শ লেগে আছে কেমন গভীর। দেখো
মাটিতে আমার গন্ধ, আমার শরীরে
লেগে আছে এই স্নিগ্ধ মাটির সুবাস।
আমাকে বিশ্বাস করো,
আমি কোনো আগন্তুক নই।

[মাইলস্টোন কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নম্বর-৭]

- ক. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় কবি কীসের মতো স্বপ্নের কথা বলেছেন? ১
- খ. 'সশস্ত্র সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান কবিতা'— ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপক ও 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার মধ্যে সাদৃশ্য নিরূপণ করো। ৩
- ঘ. "সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকটি 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার প্রতিরূপ নয়"— আলোচনা করো। ৪

৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় কবি উনুনের আগুনে আলোকিত একটি উজ্জ্বল জানালার মতো স্বপ্নের কথা বলেছেন।

খ. 'সশস্ত্র সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান কবিতা' বলতে মুক্তির লক্ষ্যে সশস্ত্র অভ্যুত্থানকে সুন্দর হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

মুক্তির জন্য চাই যুদ্ধ, চাই সশস্ত্র অভ্যুত্থান। যুদ্ধ মানুষের জীবনে মৃত্যু আর হাহাকার নিয়ে আসে, আবার নিয়ে আসে স্বাধীনতা ও মুক্তির আনন্দ। জাতীয় জীবনে স্বাধীনতা সর্বোপরি প্রয়োজন। তাই কবির মতে, সশস্ত্র অভ্যুত্থান সুন্দর দৃশ্য, যা কবিতার মতোই প্রাণসঞ্চারী ও শৈল্পিক। আলোচ্য লাইন দ্বারা এটাই বোঝানো হয়েছে।

গ. গ্রামীণ জীবন এবং প্রকৃতির নানা অনুষ্ণের ব্যবহারে উদ্দীপক ও 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতাটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় কবির বক্তব্যে বাংলার গ্রামীণ জীবন এবং প্রকৃতিসংলগ্ন মানুষের নানা ছবি উঠে এসেছে। এখানে কবি বাংলার পলিমাটি, পাহাড় ও অরণ্যের কথা বলেছেন। বাঙালির কৃষিজীবনকেও তিনি দরদ দিয়ে তুলে ধরেছেন। এছাড়াও কবিতায় বর্ণিত হয়েছে নদীর প্রসঙ্গ ও বাঙালির পারিবারিক জীবনচিত্র।

উদ্দীপকে বর্ণিত স্নিগ্ধ মাটি, বৈঠা, লাঙল এগুলোর মধ্য দিয়ে বাংলার গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষের সহজ-সরল জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে। এসব অনুষ্ণা বাংলার চিরন্তন প্রকৃতিকেই প্রকাশ করে। এ প্রকৃতি বাঙালির জীবনের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। একইভাবে 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় বাংলার প্রকৃতি এবং গ্রামীণ জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে। এদিক থেকে উদ্দীপক এবং আলোচ্য কবিতাটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. প্রকৃতি ও গ্রামীণ জীবনের অনুষ্ণে উদ্দীপক ও 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার মিল থাকলেও কবিতাটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উদ্দীপকে প্রকাশ পায়নি।

'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় কবির বর্ণনায় বাংলার প্রকৃতিসংলগ্ন মানুষের জীবনচিত্র উঠে এসেছে। এখানে বর্ণিত হয়েছে বাংলার পাহাড়, নদী, অরণ্য, পলিমাটিসহ প্রকৃতির নানা উপাদান। এ দেশের বৈচিত্র্যময় প্রকৃতি মানুষের জীবন-জীবিকার সাথে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে। কবিতায় বর্ণিত এ দিকটি ছাড়াও আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের সংগ্রামী জীবন সম্পর্কে ধারণা লাভ করি। তাদের অন্তরে স্বাধীনতার চেতনা এই কবিতাকে তাৎপর্যমণ্ডিত করেছে।

উদ্দীপকে প্রকৃতির বিভিন্ন অনুষ্ণের মাধ্যমে বাংলার শ্রমজীবী মানুষের জীবনচিত্র উঠে এসেছে। লাঙল, বৈঠা, স্নিগ্ধ মাটি প্রকৃতির মধ্য দিয়ে বাঙালির জীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। উদ্দীপকের কবি যেন প্রকৃতির নানা অনুষ্ণে নিজেকে খুঁজে পেয়েছেন। তিনি আগন্তুক হিসেবে নিজের পরিচয় দিতে নারাজ। তিনি মনে করেন, প্রকৃতির নানা অনুষ্ণে তিনি মিশে রয়েছেন।

উদ্দীপক ও 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে কেবল প্রকৃতি ও জীবনের প্রসঙ্গটি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কবিতায় এই বিষয়টি ছাড়াও আমরা পূর্বপুরুষদের সংগ্রামী জীবনের পরিচয় পাই। তাদের সৃজনশীলতা এবং স্বাধীনতার চেতনা আলোচ্য কবিতাটির মুখ্য বিষয়। এসব দিক বিচারে বলা যায়, "সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকটি 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার প্রতিরূপ নয়"— মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ১০ নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়

যখন শকুন নেমে আসে এ সোনার বাংলায়;
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
যখন আমার দেশ ছেয়ে যায় দালালেরই আলখান্নায়;
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
যখন আমার স্বপ্ন লুট হয়ে যায়। —সৈয়দ শামসুল হক

[কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্যাপার কলেজ, নাটোর। প্রশ্ন নম্বর-৭]

- ক. সাতার না জানাকে কে ভাসিয়ে রাখে? ১
- খ. পূর্বপুরুষদের কেন ক্রীতদাস বলা হয়েছে? ২
- গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার ভাবগত তুলনা করো। ৩
- ঘ. "নূরলদীনের প্রেরণা এবং 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় দামাল ছেলেদের স্বপ্ন একই ধারায় প্রবাহিত"— তোমার মতামত উপস্থাপন করো। ৪

১০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. প্রবহমান নদী সাতার না জানাকে ভাসিয়ে রাখে।

খ. বাঙালি জাতি বিদেশি শাসক দ্বারা অত্যাচারিত হওয়ায় কবি পূর্বপুরুষদের ক্রীতদাস বলেছেন।

'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় কবি আমাদের পূর্বপুরুষদের ওপর অমানুষিক অত্যাচারের কথা তুলে ধরেছেন। সেই অত্যাচার বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বলেছেন তাদের পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল। বিদেশি শোষকরা আমাদের পূর্বপুরুষদের সাথে ক্রীতদাসের মতো আচরণ করত। তাই কবি পূর্বপুরুষদের ক্রীতদাস বলেছেন।

গ. উদ্দীপকটির সাথে 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার ভাবগত সাদৃশ্য আছে। কেননা উভয়ক্ষেত্রে বাঙালির অতীতের পরাধীন জীবনের বর্ণনা আছে।

'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস, সংগ্রাম, বিজয় ও মানবিক উদ্ধাসনের অনুষ্ণ। কবি এই কবিতায় মানবমুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন। কবি তার পূর্বপুরুষদের সাহসী ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস তুলে ধরেছেন। কবির বর্ণিত ইতিহাস হলো বাংলার প্রাচীন ভূমিজীবী অনার্য ক্রীতদাসের লড়াই ও পূর্বাপর অর্জনের ইতিহাস।

উদ্দীপকের কবি অতীত ইতিহাসের রেশ খুঁজে পান বর্তমানে। বাংলার ওপর যখন অত্যাচার-শোষণ-বঞ্চনা নেমে আসে তখন কবির নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়। নূরলদীন একজন সংগ্রামী-সাহসী কৃষকনেতা। বাংলার ওপর যখন নিপীড়ন নেমে আসে এবং স্বাধীনতার স্বপ্ন লুট হয়ে যায় তখন কবি অতীতের সেই নূরলদীনের প্রতিরোধের কথা মনে করেন। এখানে অতীতের সংগ্রামকে কবি গৌরবের সাথে স্মরণ করেন এবং তা থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেন। 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় কবি অতীতের পরাধীন জীবনের সংগ্রামের কথা বলেছেন। তাই উভয় কবিতার তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য আছে।

১১ “নূরলদীনের প্রেরণা এবং ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতার দামাল ছেলেদের স্বপ্ন একই ধারায় প্রবাহিত”— মতামতটি যথার্থ।

‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতার কবি একটি যুগ্মের কথা বলেছেন, যে যুগ্মে বাংলা মায়ের দামাল ছেলেরা অংশগ্রহণ করে বাংলাকে স্বাধীন করেছিল। পরাধীন বাঙালির হাজার বছরের দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে। সে যুগ্মে আমাদের বোনেরা, মায়েরা সম্ভব হারিয়েছিল। দামাল ছেলেরা যুগ্মে গিয়ে পূর্বপুরুষদের ইতিহাস থেকে প্রেরণা নিয়ে দাবুণ প্রতিরোধে নিজেদের বিজয় প্রতিষ্ঠা করেছিল।

উদ্দীপকে নূরলদীন নামের এক সংগ্রামী কৃষকের কথা বলা হয়েছে। কবি যখন দেখেন তার সোনার বাংলায় অত্যাচারী শকুন নেমে এসেছে তখন সেই সংগ্রামী পূর্বপুরুষ নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়। নূরলদীন বাঙালির একটি প্রেরণার নাম। সেই প্রেরণা থেকেই তিনি বাংলাকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার শক্তি পান। নূরলদীনের সংগ্রামী জীবনের প্রেরণা থেকে বাঙালি স্বপ্নকে সার্থক করার পথে এগিয়ে যায়।

‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতার কবি প্রাচীন পূর্বপুরুষের সংগ্রামী জীবন থেকে অনুপ্রেরণা নিয়েছেন। কবিতায় উল্লিখিত দামাল ছেলেরা পূর্বপুরুষের স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার জন্য পূর্বপুরুষের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়েছে। তাই বলা যায়, নূরলদীনের প্রেরণা এবং ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতার দামাল ছেলেদের স্বপ্ন একই ধারায় প্রবাহিত।

প্রশ্ন ১১ সারা দিন খেত-খামারে কাজ করে আর পুকুরে মাছ চাষ করে সময় কাটে মটু মিয়ার। এসব কাজে কষ্ট হলেও যখন খেতে হলুদ ফসল ফলে আর পুকুর মাছে ভরে যায় তখন তাঁর আনন্দের সীমা থাকে না।

[কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নম্বর-৬]

- ক. শস্যের সম্ভার কাকে সমৃদ্ধ করবে? ১
- খ. গাভির পরিচর্যাকারীকে জননীরা আশীর্বাদ কেন দীর্ঘায়ু করবে? ২
- গ. উদ্দীপক ও ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতার সাদৃশ্য কোথায়? আলোচনা করো। ৩
- ঘ. ‘পরিশ্রমে যে ফসল ফলে তা অনাবিল আনন্দের’— উদ্দীপক ও ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক শস্যের সম্ভার কৃষিকারীকে সমৃদ্ধ করবে।

খ যে গাভির পরিচর্যা করবে জননী তাকে দীর্ঘায়ুর জন্য আশীর্বাদ করবে।

গাভি মায়ের মতো। পরোপকারী এ গৃহপালিত প্রাণী কৃষিজীবী মানুষের অন্যতম অবলম্বনগুলোর একটি। গাভি পরিচর্যার মাধ্যমে কৃষিজীবী সমাজ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সাধন করে। এখানে জননী বলতে ‘গো-মাতা’কে বোঝানো হয়েছে। যে গো-মাতার পরিচর্যা করবে, গো-মাতা তার দীর্ঘায়ু কামনা করবে।

গ ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতায় চাষি ও মৎস্য পালনকারীর প্রতিফল প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে, যা উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি করে।

শ্রমের বিনিময়ে সফল আসে। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য পরিশ্রম করা আবশ্যিক। পরিশ্রম ছাড়া কোনোরকম উন্নতি করা সম্ভব নয়। যে যত পরিশ্রমী, সে তত বেশি ফল ভোগ করতে পারে। আলোচ্য কবিতায় এ বিষয়ে বিশেষ ইঙ্গিত রয়েছে।

উদ্দীপকের মটু মিয়া একজন কৃষিজীবী। তিনি জমিতে ফসল ফলানোর জন্য উদ্যম পরিশ্রম করেন এবং পুকুরে মাছ চাষ করেন। কঠোর পরিশ্রমের ফল মটু মিয়া পান ফসল এবং উৎপাদিত মাছের মাধ্যমে। ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতায়ও দেখা যায়, যে জমি চাষ করে, সে ফসল পেয়ে সমৃদ্ধ হয়। যে মাছ চাষ করে, বহমান নদী তাকে মাছ দেয় ইত্যাদি বলা হয়েছে। কবিতার এরূপ ফলপ্রাপ্তির দিকটির সাথেই উদ্দীপকের সাদৃশ্য বিদ্যমান।

ঘ প্রগোস্ত উক্তিটি উদ্দীপক ও ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ করা যুক্তিযুক্ত।

মানুষ পরিশ্রম করে ফল লাভের আশায়। যার পরিশ্রম যত যৌক্তিক ও নিষ্ঠাসমৃদ্ধ, সে তত উন্নত ফল লাভ করে। আর যে পরিশ্রমবিমুখ, সে ফল লাভ করে না, বরং তার জীবন দৈন্যে জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে। আলোচ্য কবিতায় নানা অনুমোদন এ বিষয়টি উদ্ভাসিত হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মটু মিয়া সারাদিন মাঠে পরিশ্রম করে এবং মাছ চাষ করে। প্রচুর ফসল পায় এবং সুখে জীবনযাপন করে। ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতায়ও বলা হয়েছে— যে কৃষক করে, সে শস্যের সম্ভার লাভ করে। যে মাছ চাষ করে, বহমান নদী তাকে মাছ দিয়ে পূরস্কৃত করে। অর্থাৎ কষ্ট করলে তার ফল পাওয়া যাবে।

মানুষ পরিশ্রম করলে শক্তি খরচ হয়, কখনো কখনো বিরক্তিও হয়। কিন্তু যেজন্যে পরিশ্রম করা হয়, সে ফল ভোগ করতে আবার আনন্দও লাগে। মূলত পরিশ্রমের শেষ ফলের পাশাপাশি মনে আসে দাবুণ আনন্দ। এ কারণেই কৃষক খেতে-খামারে হাড়ভাঙা খাটুনির পরও ফলের কথা ভেবে মনের আনন্দে গান গায়। সমস্ত ক্লান্তি ভুলে যায়। এ কারণে বলা যায়, প্রগোস্ত উক্তিটি যথার্থ ও সার্থক হয়েছে।

প্রশ্ন ১২ গাভি তাহাদের গান—

ধরণীর হাতে দিল যারা আনি ফসলের ফরমান।

শ্রম-কিনাঙ্ক-কঠিন যাদের নির্দয় মুঠি-তলে

ত্রস্তা ধরণী নজরানা দেয় ডালি ভরে ফুলে ফলে।

বন্য-স্থাপন-সজ্জুল জরা-মৃত্যু-ভীষণা ধরা

যাদের শাসনে হলো সুন্দর কুসুমিতা মনোহরা।

[মুরারিচাঁদ কলেজ, সিলেট। প্রশ্ন নম্বর-৬]

- ক. কষিত জমির প্রতিটি শস্যাদানা কী? ১
- খ. ‘উনোনের আগুনে আলোকিত একটি উজ্জ্বল জানালার কথা বলছি’— কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ২
- গ. উদ্দীপকের কবির বন্দনা গীতির সাথে ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতায় কবির বিবৃতির পার্থক্য দেখাও। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের ‘যাদের শাসনে হলো সুন্দর কুসুমিতা মনোহরা’ এবং ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতায় ‘তাঁর করতলে পলিমাটির সৌরভ ছিল’— এই পঙ্ক্তিদ্বয়ের যাদের অবদানের কথা বলা হয়েছে, বর্তমান সমাজ প্রেক্ষাপটে তাদের কতটুকু মূল্যায়ন করা হয়? যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দাও। ৪

১২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক কষিত জমির প্রতিটি শস্যাদানা হলো কবিতা।

খ আগুনের উত্তাপে পরিশুদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে আলোয় ভরা মুক্ত জীবন প্রত্যাশা করেন বলে উজ্জ্বল জানালার অনুমোদন ব্যবহার করেছেন কবি।

আগুন বিভিন্ন বস্তুকে জ্বালিয়ে শুঁচি বা শুদ্ধ করে তোলে। যেমন— লোহাকে পোড়ালে তা থেকে মরিচা দূর হয়। তেমনি সত্য ও ন্যায়ের আগুনে আমাদের ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবনের মরিচাস্বরূপ জরাজীর্ণতা, কুসংস্কার ইত্যাদি দূর হয়ে যাবে বলে কবি মনে করেন। ফলে আমরা মুক্ত-স্বাধীন আলোকিত জগতে প্রবেশ করতে পারব। প্রগোস্ত চরণ দুটিতে কবি সেই আলোকিত জীবনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন।

গ। অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের দিক থেকে উদ্দীপকের কবির বন্দনাগীতির সাথে 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় কবির বিবৃতির পার্থক্য রয়েছে।

আলোচ্য কবিতায় কবির বর্ণনায় বাংলার প্রকৃতিসংলগ্ন মানুষের কথা উঠে এসেছে। এখানে বর্ণিত হয়েছে বাংলার পাহাড়, নদী, অরণ্য, পলিমাটিসহ প্রকৃতির নানা উপাদান। এদেশের বৈচিত্র্যময় প্রকৃতি মানুষের জীবন-জীবিকার সাথে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে।

উদ্দীপকে বাংলার শ্রমজীবী মানুষের জীবনচিত্র উঠে এসেছে। কবি সেই সব কৃষকের জয়গান গেয়েছেন, যারা মাটির বুকে ফসল ফলায়। কৃষকের দৃঢ় কঠিন হাতের কবলে পড়ে পৃথিবীর মাটি যেন ফুল, ফল ও ফসলের উপটৌকন দিতে বাধ্য হয়। এ সকল শ্রমনিষ্ঠ মেহনতি মানুষের রক্ত ও ঘামের বিনিময়ে পৃথিবী অনুপম সুন্দর, পুষ্পময় ও মনোমুগ্ধকর হয়ে উঠেছে। 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় ইতিহাস-ঐতিহ্যের দিকটি ফুটে উঠেছে। কিন্তু উদ্দীপকে শ্রমজীবী মানুষের পরিশ্রমের দিকটি বর্ণিত হয়েছে, যা উভয়ের মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করে।

ঘ। প্রশ্নে উদ্ভূত পঙ্ক্তিদ্বয়ে যাদের অবদানের কথা বলা হয়েছে, বর্তমান সমাজ প্রেক্ষাপটে তাদের মূল্যায়ন খুবই কম।

'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় রয়েছে বাঙালির সংস্কৃতির হাজার বছরের ইতিহাস। কবি তাঁর পূর্বপুরুষের সাহসী ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা উপস্থাপন করেছেন। কবির বর্ণিত এ ইতিহাস মূলত মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষের ইতিহাস, বাংলার কৃষিজীবী মানুষের ইতিহাস। কঠোর পরিশ্রমে কঠিন মাটিতে ফসল ফলাত তারা।

উদ্দীপকে কবি তাদের জয়গান গেয়েছেন, যারা কঠিন শ্রমে পৃথিবীকে ভরিয়ে দেয় ফল ও ফসলে, যারা মৃত্যু সমাকীর্ণ অরণ্যময় পৃথিবীকে করে তুলেছে মনোরম ও সুন্দর। কৃষকের দৃঢ় কঠিন হাতের কবলে পড়ে পৃথিবীর মাটি যেন ফুল, ফল ও ফসলের উপটৌকন দিতে বাধ্য হয়।

বার্ধক্য ও মৃত্যু সমাকীর্ণ ভয়ংকর পৃথিবীকে সুন্দর করে তোলে তারা। উদ্দীপকে ও আলোচ্য কবিতায় যেসব শ্রমজীবী মানুষের কথা বর্ণিত হয়েছে, তারা হলেন সভ্যতার নির্মাতা। তারা এ জরাকীর্ণ পৃথিবীকে তাদের পরিশ্রমে সুন্দর করে তোলে। বর্তমান সমাজে এ সকল শ্রমজীবী মানুষের যথাযথ মূল্য প্রদান করা হয় না। তাদের হাড়ভাঙা পরিশ্রমে সভ্যতার উন্নতি ঘটলেও তারা ন্যায্য মূল্য পায় না। কর্মক্ষেত্রে তাদের বঞ্চিত করা হয় প্রাপ্য মর্যাদা থেকে। তাদের যথোপযুক্ত অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হয়। তাছাড়া মালিকশ্রেণি তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে। তাদের শ্রমের বিনিময়ে যে প্রাপ্তি তারা পায়, তা নিতান্তই কম। তাই তো প্রতিনিয়ত দেখা যায় শ্রমিক আন্দোলন। তাছাড়া ন্যায্য সুবিধা থেকেও তারা বঞ্চিত হয়। অর্থাৎ বর্তমান সমাজে তাদের যোগ্য মূল্যায়ন করা হয় না। এরই প্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ১৩। পরিচয়ে আমি বাঙালি, আমার আছে ইতিহাস গর্বের
কখনোই ভয় করি নাকো আমি উদ্যত কোনো খড়্গের
শত্রুর সাথে লড়াই করেছি, স্বপ্নের সাথে বাস
অস্ত্রেও শান দিয়েছি যেমন শস্য করেছে চাষ
একই হাসিমুখে বাজায়েছি বাঁশি, গলায় পরেছি ফাঁস
আপোস করিনি কখনোই— এই হলো ইতিহাস।

[মদনমোহন কলেকজ, সিলেট। প্রশ্ন নম্বর-৮]

- ক. জিহ্বার উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ কী? ১
খ. 'তার পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল'— উক্তিটি দ্বারা কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন? ২

গ. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার ভাবার্থের সঙ্গে উদ্দীপকের ভাবার্থের মিল কোথায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "অস্ত্রেও শান দিয়েছি যেমন শস্য করেছে চাষ"— উক্তিটি 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতা এবং উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

১৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. জিহ্বার উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ কবিতা।

খ. সৃজনশীল প্রশ্নের ১(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ। উদ্দীপকে বর্ণিত বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস বর্ণনার সঙ্গে 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় বর্ণিত ঐতিহ্যের চেতনাগত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

আলোচ্য কবিতাটি রচনার প্রেক্ষাপটে রয়েছে বাঙালির চিরায়ত সংস্কৃতির রূপ। এখানে আলোচিত হয়েছে বাঙালি জাতির সংগ্রাম, বিজয় ও মানবিক উদ্ভাসনের নানা দিক। বাঙালির পূর্বপুরুষের সাহসিকতার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের দিক উপস্থাপিত হয়েছে কবিতাটিতে। এই ইতিহাস মাটির কাছাকাছি মানুষের ইতিহাস। যারা বাংলার অনার্য কৃষিজীবী সম্প্রদায়।

উদ্দীপকে দীর্ঘ পথপরিক্রমার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলা বাংলা ও বাঙালির গৌরবময় ইতিহাসের কথা ব্যক্ত হয়েছে। এখানে উঠে এসেছে অন্যায়ের কাছে হার না মানা বাঙালির মনোভাবের দিকটি। বাংলার মানুষ হৃদয়ে সোনালি স্বপ্নের বীজ বোনার পাশাপাশি শত্রুর সাথে লড়াই করেছে দ্বিধাহীন চিত্তে। বাঙালির প্রকৃত ইতিহাস হলো শত্রুর সাথে আপস না করার ইতিহাস। আলোচ্য কবিতায়ও এই ইতিহাসের কথাই বর্ণিত হয়েছে, যার প্রবহমানতায় যুগে যুগে বিজয়ী হয়েছে বাঙালি। তাই বাঙালি জাতির ইতিহাসের পটভূমিতে উদ্দীপকের কবিতাংশ আলোচ্য কবিতার ভাবার্থের সাদৃশ্য রক্ষা করেছে।

ঘ। উদ্দীপকে প্রতিফলিত সংগ্রামী চেতনা যেন 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার সংহত রূপ।

আলোচ্য কবিতায় পরাধীনতার গ্লানি থেকে উত্তরণের জন্য বাঙালির দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস উঠে এসেছে। কবিতায় উচ্চারিত হয়েছে শিকড়সম্বন্ধী মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির ঘোষণা। কবি তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে আমাদের পূর্বপুরুষদের সাহসী ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা উপস্থাপন করেছেন।

উদ্দীপকে বাঙালির আবহমানকালের সমৃদ্ধি ও শৌর্যবীর্যের কথা অঙ্কিত হয়েছে। ইতিহাস অনুসন্ধানে দেখা যায়, বাঙালি কৃষিকাজে সমৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি প্রকৃত থেকেছে শত্রুকে মোকাবেলার জন্য। তাই মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় অস্তিত্বের প্রয়োজনে বাঙালি সহজেই হাতে তুলে নিতে পেরেছিল আগ্নেয়াস্ত্র। সেই অস্ত্রের আঘাতে শত্রুরা আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছিল এবং এভাবেই রচিত হয়েছিল বাঙালির নতুন ইতিহাস।

'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় বাঙালির বীরত্বের ছবি ফুটে উঠেছে। দীর্ঘ সংগ্রামের পথ পাড়ি দিয়ে আমরা ছিনিয়ে এনেছি আমাদের কাক্ষিত স্বাধীনতা। পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ আমাদের পূর্বপুরুষদের দীর্ঘদিন ধরে সহ্য করতে হয়েছে দুর্ভোগ। কিন্তু মুক্তিসংগ্রামীদের অদম্য মানসিকতার ফলেই আমরা পেয়েছি মুক্তির আনন্দ। কৃষির ওপর নির্ভরশীল এ দেশের জনগণ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শস্য উৎপাদন করে। সেই কৃষিজীবী মানুষ তার অস্তিত্বের প্রশ্নে হাতে তুলে নিতে পারে অস্ত্র। সেই শানিত অস্ত্রের ঝংকারে অন্যায়কে প্রতিরোধ করে। যার প্রমাণ আমাদের ইতিহাসে রয়েছে। এই জাতির সংগ্রাম, বিজয় ও মানবিক উদ্ভাসনের অনিন্দ্য ভূমিকার পেছনে রয়েছে তার অদম্য মুক্তিকামী মনের ইতিহাস। উদ্দীপকেও অনুরূপ ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। তাই সার্বিক বিবেচনায় বলা যায়, প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ১৪ আমি জন্মেছি বাংলায়, আমি বাংলায় কথা বলি
আমি বাংলার আলপথ দিয়ে হাজার বছর চলি
চলি পলিমাটি কোমলে আমার চলার চিহ্ন ফেলে।
তেরোশত নদী শুধায় আমাকে 'কোথা থেকে তুমি এলে?'

[আলোকচিত্র সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৬]

- ক. প্রবহমান নদী কাকে ভাসিয়ে রাখে? ১
খ. 'তার পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল'— কার পিঠে এবং কেন? ২
গ. উদ্দীপকটি 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার সম্পূর্ণ ভাব ধারণ করে কি? প্রমাণ করো। ৩
ঘ. "বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস এবং 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতাটি একই সূত্রে গাঁথা"— উক্তিটির যথার্থতা যাচাই করো। ৪

১৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

- ক. যে সাঁতার জানে না তাকেও ভাসিয়ে রাখে প্রবহমান নদী।
খ. সৃজনশীল প্রশ্নের ১(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।
গ. গ্রামীণ জীবন ও প্রকৃতির নানা অনুভবের ব্যবহারে উদ্দীপকটি 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার সম্পূর্ণ ভাব ধারণ করে না।
আলোচ্য কবিতায় কবির বক্তব্যে বাংলার গ্রামীণ জীবন ও প্রকৃতিসংলগ্ন মানুষের নানা ছবি উঠে এসেছে। এখানে কবি বাংলার পলিমাটি, পাহাড় ও অরণ্যের কথা বলেছেন। বাঙালির কৃষিজীবনকেও তিনি দরদ দিয়ে তুলে ধরেছেন। এছাড়াও কবিতায় বর্ণিত হয়েছে নদীর প্রসঙ্গ।
উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে চিরন্তন গ্রামের কথা, পলিমাটি এবং তেরোশত নদীর কথা। এসব অনুভব বাংলায় চিরন্তন প্রকৃতিকেই প্রকাশ করে। এই প্রকৃতি বাঙালির জীবনের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। একইভাবে আলোচ্য কবিতায় বাংলার প্রকৃতির চিত্র বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কবিতার ভাববস্তু আরও ব্যাপক। কবিতায় বাঙালির পূর্বপুরুষদের সংগ্রামী জীবনের পরিচয় পাই। তাদের সৃজনশীলতা এবং স্বাধীন চেতনা আলোচ্য কবিতার মুখ্য বিষয়। এসব দিক বিবেচনায় বলা যায়, উদ্দীপকটি 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার সমগ্র ভাব ধারণ করে না।
ঘ. বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস ও 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার ভাবসত্যের সংহতরূপ।

আলোচ্য কবিতায় পরাধীনতার গ্লানি থেকে উত্তরণে বাঙালির দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস উঠে এসেছে। এ কবিতায় উচ্চারিত হয়েছে শেকড়সম্পন্ন মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির ঘোষণা। কবি তার লেখনীর মধ্য দিয়ে আমাদের পূর্বপুরুষদের সাহসী ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা উপস্থাপন করেছেন।
বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস অনুসন্ধান দেখা যায়, বাঙালি কৃষিকাজে সমৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি প্রস্তুত থেকেছে শত্রুকে মোকাবেলার জন্য। 'তাই মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় অস্তিত্ব রক্ষার্থে বাঙালি তুলে নিয়েছিল আগ্নেয়াস্ত্র। সেই অস্ত্রের আঘাতে শত্রুরা আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছিল এবং এভাবেই রচিত হয়েছিল বাঙালির নতুন ইতিহাস।

'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় বাঙালির বীরত্বের ছবি ফুটে উঠেছে। দীর্ঘ সংগ্রামের পথ পাড়ি দিয়ে আমরা ছিনিয়ে এনেছি আমাদের কাজিকত স্বাধীনতা। মুক্তিকামীদের অদম্য সাহসিকতার ফলে আমরা পেয়েছি মুক্তির আনন্দ। ইতিহাসে বাঙালির আপসহীন মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটিকে যথার্থ বলা যায়।

প্রশ্ন ১৫ বাঙালি চিরকালই নম্র ও নিরীহ ও ভদ্র বলে পরিচিত। এ পরিচয়ের সুযোগে বাংলার মানুষের ওপর বিভিন্ন সময়ে আঘাত হেনেছে ভিন্ন জাতিসত্তার ক্ষমতাধর মানুষগণ। কিন্তু বাঙালি এই অত্যাচার দীর্ঘদিন সহ্য করেনি। যুগে যুগে নানা আন্দোলন, বিপ্লব-বিদ্রোহ আর মতাদর্শের বিকাশ ফলে আজকের স্বাধীন-সার্বভৌম এই বাংলায় পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। [ড. বন্দ্যোপাধ্যায় মোহনচন্দ্র বোসের কলেজ, কুমিল্লা। প্রশ্ন নম্বর-৭]

- ক. পূর্বপুরুষের পিঠে কেমন ক্ষত ছিল? ১
খ. মায়ের কোলের ছেলেরা কীসের টানে ছুটে চলে যায়? ২
গ. উদ্দীপকে 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় কোন দিকটি মনে করিয়ে দেয়? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকটি 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরে— আলোচনা করো। ৪

১৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

- ক. পূর্বপুরুষের পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল।
খ. মায়ের কোলের ছেলেরা দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য ছুটে চলে যায়।
বাংলার দামাল ছেলেরদের মাঝে দেশপ্রেম প্রগাঢ় ছিল। দেশমাতা শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে সেই ছেলেরা আর বসে থাকতে পারে না। তারা তখন মায়ের কোলের চেয়েও যুদ্ধকে ভালোবাসে। তাই মায়ের কোল ছেড়ে ছেলেরা দেশ মুক্তির যুদ্ধে ছুটে চলে যায়।
গ. উদ্দীপকটি 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার বাঙালির সংগ্রামী ইতিহাস-ঐতিহ্যের দিকটির কথা মনে করিয়ে দেয়।
'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় বাঙালি জাতির সংগ্রাম ও বিবর্তনের ইতিহাসের কথা ধ্বনিত হয়েছে। ঐতিহ্যসচেতন কবি বাঙালির স্বকীয়তা তুলে ধরে সকলকে উজ্জীবিত করার প্রয়াস চালিয়েছেন। উদ্দীপকের আলোচনায়ও কবিতার এই দিকটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।
উদ্দীপকে বাঙালি জাতির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বাঙালির সংগ্রামী চেতনাকে তুলে ধরা হয়েছে। যে বাঙালি নিরীহ, নম্র-ভদ্র বলে পরিচিত ছিল সেই বাঙালি কত চড়াই-উতড়াই পেরিয়ে আজ এই পর্যায়ে এসেছে তার হিসাব নেই। বিদেশি শত্রুরা বারবার এদেশে এসে এ জাতিকে শোষণ ও বঞ্চার মাধ্যমে ক্ষত-বিক্ষত করে গেছে। শান্ত-শিষ্ট এ জাতিকে বিক্ষুব্ধ করে অধিকার সচেতন করেছে। বিদ্রোহ-সংগ্রাম ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি তার স্বকীয়তা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। সংগ্রাম ও বিভিন্ন জাতিসত্তার বিকাশের মাধ্যমেই এ জাতি অর্জন করেছে স্বাধীন-সার্বভৌম একটি দেশ।
উদ্দীপকের এই বক্তব্য 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতারই প্রতিধ্বনি। আলোচ্য কবিতার কবিও বাঙালির সংগ্রামী ইতিহাসের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। কাপুরুষেরা যে এদেশের মানুষের পিঠে বার বার পেছন থেকে আঘাত করে ক্ষত-বিক্ষত করেছে কবি সে বিষয়টি তুলে ধরেছেন। সেই সাথে কবি জাতির সাহসী পূর্বপুরুষদের কথা বলেছেন, যারা দেশকে মুক্তির জন্য হাসিমুখে মায়ের কোল ছেড়েছে।
ঘ. উদ্দীপকটি 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার বাঙালির সংস্কৃতির হাজার বছরের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরে।
'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার প্রেক্ষাপটে রয়েছে বাঙালির হাজার বছরের সংস্কৃতির ইতিহাস। যে ইতিহাসে সংগ্রাম, বিজয় ও মানবিক উদ্ভাসনের অনিন্দ্য অনুভব রয়েছে। উদ্দীপকটিও আলোচ্য কবিতার এই প্রেক্ষাপটের সমর্থন জুগিয়েছে।
উদ্দীপকে বাঙালি জাতির বিদ্রোহ-সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। ভদ্র-শান্ত, নিরীহ বাঙালিকে অসহায় ভেবে যুগে যুগে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারী ও দখলদারেরা কুড়ে কুড়ে খেয়েছে। শাসন, শোষণ ও নির্যাতন করে এ জাতির উন্নতিকে বাধাগ্রস্ত করতে চেয়েছে।

কিন্তু বাঙালি জাতি অত্যাচার-নির্যাতনের বিরুদ্ধে সর্বদাই সোচ্চার ছিল। তারা আন্দোলন-সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত রেখে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছে। 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার প্রেক্ষাপট এই ইতিহাস-ঐতিহ্য বর্ণনায় অত্যুজ্জ্বল।

'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় কবি আমাদের পূর্বপুরুষ তথা বাঙালি জাতির সূর্য-সন্তানদের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। কবি সংগ্রামী সেই ইতিহাস রোমন্থনের মাধ্যমে জাতীয় ঐতিহ্যকে জাগরিত করে তুলেছেন। কবির উদ্দেশ্য জাতিকে মানব মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় সোচ্চার করা। অতীতে বাঙালি ছেলেরা জাতির ক্রান্তিকালে নিতীকচিহ্নে সংগ্রামী ভূমিকা রেখেছে। শত্রুর বিষদাত ভেঙে জাতির গৌরব ও ঐতিহ্যকে সমুন্নত করেছে। কত রাজা, কত শাসক এ জনপদে শাসন করে গেছে তার ইয়াত্তা নেই। এরা বাংলার সম্পদকে কুক্ষিগত করে নিরীহ বাঙালিকে নিঃশ্ব করেছিল, তা বলা দুরূহ। তবে বাঙালি জাতি কারও কাছেই মাথা নত করে বশ্যতা স্বীকার করেনি। মায়ের কোল ছেড়ে স্বদেশের ভালোবাসার টানে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বীর জনতা। তারা ছিল দুর্দমনীয়। কবি কবিতায় মাটির কাছাকাছি লোকের ইতিহাস বলেছেন। যারা সত্যিকার অর্থেই দেশপ্রেমে উজ্জীবিত ছিল। আলোচ্য কবিতার ইতিহাস-ঐতিহ্যের এ প্রেক্ষাপট উদ্দীপকটিতেও রয়েছে।

প্রশ্ন ১৬ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় 'কবিতা' বড় ভূমিকা পালন করেছিল। বিশেষ করে প্রতিবাদী ও সংগ্রামী চেতনা সঞ্চারের মধ্য দিয়ে কবিতা বাঙালিকে যুদ্ধে উৎসাহ জুগিয়েছিল।

দি এ এক শাট্টন কলমজ, মশোর। প্রশ্ন নম্বর-৭/

- ক. কোথায় উচ্চারিত প্রতিটি মুক্ত শব্দ কবিতা? ১
- খ. 'রক্ত জবার মতো প্রতিরোধ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
- গ. উদ্দীপকে 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার কোন বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে? আলোচনা করো। ৩
- ঘ. 'কবিতা বাঙালিকে দিয়েছে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ভাষা' উদ্দীপক ও 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি মুক্ত শব্দ কবিতা।

খ 'রক্তজবার মতো প্রতিরোধ' বলতে বঙ্ধিত ও শোষিত শ্রেণির রক্তাক্ত সংগ্রামকে বোঝানো হয়েছে।

পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, যুগ যুগ ধরেই শক্তিমানরা দুর্বলের ওপর অত্যাচার করেছে। দুর্বলের প্রতি শোষণ, নিপীড়ন ও অত্যাচারের কাহিনি দ্বারা ইতিহাসের পাতা পূর্ণ হয়েছে। দুর্বল শ্রেণিও এই অত্যাচার মুখ বুজে মেনে নেয়নি। তারাও মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছে, আন্দোলন করেছে। এই আন্দোলন, সংগ্রামের পথ কুসমাস্তীর্ণ ছিলো না। মানবমুক্তির এই সংগ্রামে শোষিত-নিষ্পেষিত শ্রেণিকে বুকের তাজা রক্ত দিতে হয়েছে। অনেক প্রাণের বিনিময়ে এসেছে কাক্ষিত মুক্তি। এ কারণে বঙ্ধিত ও শোষিত শ্রেণির রক্তঝরা সংগ্রামকে বুঝাতে কবি 'রক্তজবার মতো প্রতিরোধ' শব্দবন্ধকে ব্যবহার করেছেন।

গ উদ্দীপকে 'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি' কবিতার প্রেরণাদায়ী শক্তি হিসেবে 'কবিতা'র ভূমিকার বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

হাজার বছরের বাঙালি জাতির ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, তার সংগ্রামী ইতিহাস এবং সর্বজনীন মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি অনুমোদিত কবিতা এক প্রেরণাদায়ী শক্তি হিসেবে কার্যকর থেকেছে। বাংলা কবিতার সমৃদ্ধভাণ্ডারে এদেশের কৃষকদের পরিশ্রমের কথা, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এবং মুক্তির জন্য রক্তদানের ইতিহাস ঘুরে ফিরে উচ্চারিত হয়েছে। বাঙালি কবিতা শুনতে জানে বলেই সে ক্রীতদাস থাকেনি। স্বাধীনতা লাভের জন্য বাঙালি ঔপনিবেশিক শক্তি ও পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রক্তাক্ত সংগ্রামের এক কল্টকাকীর্ণ

সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছে। এক্ষেত্রে, বাংলা সাহিত্য, বিশেষত কবিতা, গান তাকে প্রেরণা জুগিয়েছে। পূর্বপুরুষের এই সংগ্রামী ইতিহাসকে কবি 'মুক্ত শব্দ কবিতা' শব্দবন্ধে প্রতীকায়িত করে তুলে ধরেছেন।

'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' শীর্ষক কবিতার মতো উদ্দীপকেও 'কবিতা' সর্বজনীন মুক্তির প্রেরণাদায়ী শক্তি হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। কবিতায় কবির পূর্বপুরুষের সার্বজনীন মুক্তির আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে 'কবিতা' শব্দবন্ধটি ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্দীপকেও দেখা যায় কবিতা আমাদের সুদীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাসে এক বড় ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষত, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বাঙালির প্রতিবাদী ও সংগ্রামী চেতনাকে শাণিত করেছে কবিতা। 'আমার সোনার বাংলা', 'আমার ভাইয়ের রক্ত রাঙানো একশে ফেব্রুয়ারি', 'কারার ঐ লৌহ কপাট', 'আমাদের শাট' প্রভৃতি কবিতা-গান আমাদের গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধে বাঙালিকে প্রেরণা ও সাহস যুগিয়েছে। তাই 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় প্রকাশিত 'কবিতা'র প্রেরণা শক্তি হিসেবে বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপক ও 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতা- উভয়স্থলেই আন্দোলন-সংগ্রামে সাহিত্যের অন্যতম শাখা কবিতার সাহস জাগানিয়া ভূমিকার কথা বর্ণিত হয়েছে।

'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতাটি রচনার প্রেক্ষাপটে রয়েছে হাজার বছরের বাঙালির সংস্কৃতির চিরায়ত ধারা, বাঙালি জাতির সংগ্রামে বিজয় ও মানবিক উদ্ভাসনের অনুমোদন। বাঙালির পূর্বপুরুষের সাহসিকতার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা উপস্থাপিত হয়েছে কবিতাটিতে। এই ইতিহাস মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষদের ইতিহাস। এরা পেশা ও জাতিতে ছিলো যথাক্রমে কৃষিজীবী ও অনার্য। বহির্শত্রুর আক্রমণ ও শাসন শোষণের বিরুদ্ধে তারা রক্তাক্ত সংগ্রাম করেছে। অবশেষে শত শত বছরের অধীনতার নাগপাণ ছিন্ন করে ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার সূর্য ছিনিয়ে এনেছে। কবি বাঙালির এই স্বাধীনতা ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে 'কবিতা' শব্দবন্ধে প্রতীকায়িত করেছেন।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা বর্ণিত হয়েছে। গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গে এসেছে কবিতার উৎসাহ জাগানিয়া ভূমিকার কথা। ১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্তির মাধ্যমে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পূর্ববাংলা তথা বাংলাদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক নব্য ঔপনিবেশিক শোষণের শিকার হয় বাঙালি জাতি। প্রতিবাদী বাঙালি মুক্তি-সংগ্রামের পথে হাঁটে। তাদের এই রাজনৈতিক সংগ্রামে সাহিত্য-সংস্কৃতি, বিশেষত কবিতা, গান উৎসাহ যুগিয়েছে, সাহস সঞ্চার করেছে। উদ্দীপকে মূলত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রতিবাদী ও সংগ্রামী চেতনা সঞ্চারের মধ্য দিয়ে সাহস যোগানোর ক্ষেত্রে কবিতার ভূমিকার কথা প্রাধান্য পেয়েছে।

কবিতা ও উদ্দীপক— উভয়স্থলে বাঙালির স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনে কবিতার প্রেরণাদায়ী ভূমিকার কথা বর্ণিত হয়েছে। সাহিত্য বিশেষত কবিতা, গান বাঙালির মুখে দিয়েছে প্রতিবাদের ভাষা। তাকে সাহস ও প্রেরণা যুগিয়েছে দুঃসাহসিক মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে ও স্বাধীনতার সূর্য ছিনিয়ে আনতে। আলোচ্য কবিতায় কবি তার পূর্বপুরুষের সর্বজনীন মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতে 'কবিতা' শব্দবন্ধকে ব্যঞ্জনার্থে ব্যবহার করেছেন। তার পূর্বপুরুষ কবিতা শুনতে জানতো বলেই মায়ের ছেলেরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, মায়ের বুক খালি হয়েছে, গর্ভবতী বোনেরা মারা গিয়েছে। আলোচ্য কবিতার মতো উদ্দীপকেও মুক্তিযুদ্ধে কবিতার প্রেরণাদায়ী ভূমিকার কথা বর্ণিত হয়েছে। তাই উদ্দীপক ও কবিতার তুলনামূলক বিশ্লেষণে এ কথা স্পষ্ট হয় যে কবিতা বাঙালিকে দিয়েছে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ভাষা।

বাংলা প্রথম পত্র

আমি কিংবদন্তির কথা বলছি

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

২৯৯. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর কবিতার মূল বিষয়

কোনটি? (জ্ঞান) [সরকারি কিজান কলেজ, ঢাকা; দক্ষিণ সুরমা কলেজ, সিলেট]

- ক) স্বদেশপ্রেম
খ) প্রকৃতিপ্রেম
গ) রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ
ঘ) গণঅভ্যুত্থান

৩০০. কবির পূর্বপুরুষ কী ছিলেন? (জ্ঞান) [সরকারি শ্রীনগর কলেজ, মুর্শীগঞ্জ; দেবিদ্বার এস.এ সরকারি কলেজ, কুমিল্লা]

- ক) ক্রীতদাস
খ) দিনমজুর
গ) কারাবন্দি
ঘ) রাজনীতিবিদ

৩০১. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় কবির পূর্বপুরুষ কীসের কথা বলতেন? (জ্ঞান) [দিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়] কলেজ, ঢাকা]

- ক) রক্তজবা
খ) শস্যদানা
গ) পলিমাটি
ঘ) অতিক্রান্ত পাহাড়ের কথা

৩০২. যে কর্ণ করে তাকে কী বলা হয়? (জ্ঞান)

- ক) কামার
খ) কুমার
গ) কৃষক
ঘ) রাখাল

৩০৩. কবি যখন বলেন 'কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্যদানা কবিতা' তখন কী হয়? (অনুধাবন) [বাংলাদেশ নৌবাহিনী (বিএন) কলেজ, চট্টগ্রাম]

- ক) বাঙালির শাস্ত্রত প্রতিবাদী সভা প্রকাশিত হয়
খ) বাঙালির সুদীর্ঘকালের শোষণের ইতিহাস প্রকাশিত হয়
গ) ইন্দ্রিয় থেকে ইন্দ্রিয়াতীতের দ্যোতনাই সঞ্চারিত হয়
ঘ) বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস প্রকাশিত হয়

৩০৪. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় কবি যে পুত্রগণের কথা বলেছেন তারা কেমন? (জ্ঞান) [কিসিআইসি কলেজ, ঢাকা]

- ক) দীর্ঘদেহী
খ) খর্বদেহী
গ) স্থূলদেহী
ঘ) সূক্ষ্মদেহী

৩০৫. যে কবিতা শুনতে পারে না সে ভালোবেসে কোথায় যেতে পারে না? (জ্ঞান) [চট্টগ্রাম ইউরিয়া ফার্টিলাইজার মিল এন্ড কলেজ]

- ক) যুদ্ধে
খ) গ্রামে

গ) আন্দোলনে
ঘ) বিদেশে

৩০৬. 'ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা'— উদ্দীপকের চরণটিতে 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার কোন দিকটি উপস্থিত? (প্রয়োগ)

- ক) ঐতিহ্যের কথা
খ) ইতিহাসের কথা
গ) সংগ্রামী চেতনার কথা
ঘ) ভবিষ্যতের কথা

৩০৭. লোকপরম্পরায় শ্রুত ও কথিত বিষয় যা একটি জাতির ঐতিহ্যের পরিচয়বাহী তাকে কী বলে? (জ্ঞান)

- ক) কিংবদন্তি
খ) লোককথা
গ) খনার বচন
ঘ) বাগধারা

৩০৮. 'পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত' পঙ্ক্তি দ্বারা তুলে ধরা হয়েছে মানুষের প্রতি অত্যাচারের — (অনুধাবন) [শরিয়তপুর সরকারি কলেজ]

- i. ইতিহাস
ii. কল্পকথা
iii. অতীত কথা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

৩০৯. 'পলিমাটির সৌরভ' মনে করিয়ে দেয়— (অনুধাবন) [মদনমোহন কলেজ, সিলেট]

- i. নদীর কথা
ii. সমৃদ্ধির কথা
iii. বিশ্বাসের কথা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩১০ ও ৩১১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

যেখানেই থাকি, হৃদয়ে বাংলাদেশ।

৩১০. উদ্দীপকটি 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার কবির কোন মনোভাবকে উপস্থাপন করে? (প্রয়োগ)

- ক) শেকড়সম্পন্ন মনোভাব
খ) দেশদরদি মনোভাব
গ) প্রকৃতিচেতনার মনোভাব
ঘ) স্বাধীনতার মনোভাব

৩১১. উক্ত মনোভাবের স্বপক্ষের পঙ্ক্তি কোনটি? (উচ্চতর দক্ষতা)

- ক) তাঁর পিঠে রক্ত জবার মতো ক্ষত ছিল
খ) আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি
গ) তিনি কবি এবং কবিতার কথা বলতেন
ঘ) আমি একটি উজ্জ্বল জাণালার কথা বলছি